Soul
অনাত্মীয় থেকে আত্মীয়...
No-II, FEB, 2026
The Monthly Newsletter of Liver Foundation, West Bengal

আইআইএলডিএস ১০
মুনাফাহীন সেবার আদর্শে গড়া এক মানবিক চিকিৎসাকেন্দ্র

অভিজিৎ চৌধুরী
Chief Mentor,
Liver Foundation, West Bengal

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যান্ড ডাইজেস্টিভ সায়েন্সেস যাকে অনেকেই আইআইএলডিএস বলে চেনে ২০১৬ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি ইট-পাথরের আকার নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও, এর স্বপ্নের বীজ বপন করা হয়েছিল আরও ১০ বছর আগে। ২০০৬ সালের ৩০ জুন এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায়, যখন অধ্যাপক অমর্ত্য সেন আমাদের সেই স্বপ্নের প্রদীপ জ্বেলেছিলেন। আমরা কিছু শিক্ষক, চিকিৎসক, গবেষক মিলে এমন একটি অঙ্গন তৈরির স্বপ্ন দেখেছিলাম, যেখানে চিন্তা কখনও আবদ্ধ হবে না। আমরা আমাদের ভাবনাকে আলোচনার ভিত্তিতে রূপায়িত করার জন্য একটা মঞ্চ তৈরি করতে চেয়েছিলাম। মূল লক্ষ্য ছিল একটাই—মানুষের কল্যাণ। তবে মানুষের কল্যাণ শুধু শিক্ষা অথবা স্বাস্থ্য দিয়ে হয় না। হয় সামগ্রিক ভাবনা চিন্তার সমন্বয়ে। এই সংস্থার নাম দেওয়া হয়েছিল লিভার ফাউন্ডেশন। বহুদিনের বিশ্বাস অনুযায়ী লিভারকে 'আত্মার আশ্রয়' বলে মনে করা হয়। মনে করা হয় শরীরের সুখ বা অসুখের মূল নিয়ন্ত্রক হল লিভার। সেই ভাবনা থেকেই এই নাম। লিভারের অসুখের বেশ কয়েকজন চিকিৎসক এই উদ্যোগে জড়িত থাকলেও আমাদের মনে হয়েছিল এর অঙ্গনকে আরও বড় করতে হবে। জীবনের প্রতিটি পথ চলার মধ্যে লিভার ফাউন্ডেশন প্রবেশ করবে।

২০০৬ সাল থেকে আমরা আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছিলাম। নিজেদের পরিচিত করাচ্ছিলাম। নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতাও তৈরি করছিলাম। আর বুকের মধ্যে এক স্বপ্নের বীজ বপন করে চলেছিলাম। সেই স্বপ্ন ছিল - এমন একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে, যে প্রতিষ্ঠান মানুষকে সব থেকে সুন্দর চিকিৎসা পৌঁছে দেবে। আর তা পৌঁছে দেবে স্বচ্ছতা এবং মানবিকতাকে সঙ্গী করে। বর্তমানে একদিকে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা যা মানুষের মুখ্য অভিভাবক হওয়া উচিত ছিল, বলতে বাধা নেই, সেখানে কোথাও যেন প্রেরণার অভাব দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে, মুনাফালোভী কর্পোরেট সিস্টেম চিকিৎসাকে একটি 'ইন্ডাস্ট্রি' বানিয়ে ফেলেছে। যেখানে কোয়ালিটির নাম করে মানুষের সঙ্গে চালাকি বা প্রতারণা করা হয়।

আইআইএলডিএস ১০

২০১৬ - IILDS এর শুভ উদ্বোধন

২০১৩ IILDS এর অস্থায়ী বহির্বিভাগের সূচনা

আইআইএলডিএস এই দুইয়ের মাঝে একটি পরিপূরক ব্যবস্থা। এখানে মানুষ চিকিৎসা পায় স্বচ্ছতা ও মানবিকতার সঙ্গে।

আমরা বলি, "ইউ ক্যান গেট ইনভলভড, ইউ ক্যান নট ইনভেস্ট হিয়ার"। এই প্রতিষ্ঠানের কোনও মালিক নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে সাধারণ মানুষের অনুদানে তৈরি এবং মানুষের কাছেই দায়বদ্ধ। সোনারপুরের এই ক্যাম্পাসের প্রতিটা ইট, প্রতিটা সিমেন্ট, প্রতিটা বালুকণা মানুষের অনুদানে তৈরি।

আমরা মনে করি রোগের কোনও মার্কেটিং হয় না। হওয়াটা অমানবিক। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় মার্কেটিং এখন 'ব্রাইবারি' বা দালাল প্রথার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা আমরা সমর্থন করি না। আমরা 'ওয়ার্ড অফ মাউথ' বা মানুষের আস্থার ওপর বিশ্বাসী। এখন থেকে একজন সুস্থ হয়ে অন্যকে খবর দেন।

আজ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বাংলাদেশ, মায়ানমার, আফগানিস্তান এবং ইউরোপের রোগীরাও এখানে চিকিৎসার জন্য আসছেন। আমাদের লক্ষ্য, মুনাফা নয়, বরং সারপ্লাস তৈরি করা যা প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি বা গ্রোথকে বজায় রাখবে। আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের আদর্শ থেকে একচুলও নড়িনি।

এমনকি কোভিডের কঠিন সময়েও আমরা কোনও কর্মীর বেতন কমাইনি। অন্য দিকে হাসপাতাল রোগী স্বার্থে কাজ করে চলেছে। মাত্র ৫ বছরের মধ্যে আমরা এখানে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন শুরু করেছি। আমাদের লক্ষ্যই এগিয়ে যাওয়া। আর সেই লক্ষ্যেই উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে আইআইএলডিএস-এর নতুন শাখা খোলা হচ্ছে, যার জমি ও নির্মাণে একজন দাতা এগিয়ে এসেছেন।

কলকাতা শহরের মধ্যে গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতাল পরিচালনার কাজ আরও প্রসারিত করা হবে। আর সবথেকে বড় স্বপ্ন হল— সোনারপুর ক্যাম্পাসের কাছে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। সেই 'ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ এন্ড হিউম্যান সায়েন্সেস' এর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি, আমরা এই লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে পারব। আর তা পারব মানুষের ভালোবাসা এবং অনুদানকে পাথেয় করে।

ঋত্বিক যাপন—তৃতীয় পর্বে সময় ও স্মৃতির সংলাপ

সময় কোনও একমুখী নদী নয়—সে ফিরে আসে, স্মৃতির ভিতর দিয়ে হাঁটে, আবার বর্তমানকে ছুঁয়ে যায়। বাংলা চলচ্চিত্রে ঋত্বিক ঘটক সেই সময়ের নাম, যাঁর ছবি পুরনো হয় না। বরং সময় যত এগোয়, তাঁর ক্ষতচিহ্ন তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশভাগ, উদ্বাস্তু মানুষের নির্বাক আর্তি, ইতিহাসের ভার—সব মিলিয়ে তাঁর চলচ্চিত্র যেন এক অবিরাম বিষণ্ণ প্রহর।

ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে লিভার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শুরু হওয়া বর্ষব্যাপী ‘ঋত্বিক যাপন’-এর তৃতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ৪ ফেব্রুয়ারি। ২০২৫-এর ডিসেম্বর থেকে প্রতি মাসের ৪ তারিখে এই যাপন শুধু একদিনের স্মরণসভা নয়—এ এক ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া, যেখানে স্মৃতি ও সময় মুখোমুখি বসে।

হেমন্তের শেষ লগ্নে, বসন্তের আগমনী বিকেলে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সম্পাদক পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ঋত্বিককে নিয়ে চর্চা কখনও ফুরোয় না। বরং নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর কাজ আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এই যাপন স্মৃতিচারণ নয়—ঋত্বিককে নতুন করে বোঝার এক প্রয়াস।

এরপর বক্তব্য রাখেন ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরী। তাঁর কথায়, জন্মশতবর্ষ কোনও আনুষ্ঠানিকতা নয়—এ এক যাপন। শোভন তরফদারের পরিকল্পনায় ঋত্বিক ঘটকের আটটি চলচ্চিত্র নিয়ে ১০০ দিনের প্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করে তিনি এই উদ্যোগের বিস্তৃত মানসিক পরিসরের কথা বলেন। একই সঙ্গে তিনি ঋত্বিক পরিবার ঘনিষ্ঠ গোকুল সরকারের স্মৃতিচারণকে ঋত্বিক-অন্বেষার এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বলে উল্লেখ করেন।

গোকুল সরকার তাঁর বক্তব্যে জানান, মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে পড়াশোনা, আশ্রয় ও জীবিকার অনিশ্চয়তার ভেতর কানন মারজিতের হাত ধরে তিনি 'নন্দন'-এর পরিবেশে প্রবেশ করেন। নন্দন'-এর গ্রন্থাগার, ঋত্বিকের নামাঙ্কিত সংগ্রহশালা ও চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ তাঁকে ঋত্বিকের জগতে পৌঁছে দেয়। এই সূত্রেই তাঁর পরিচয় হয় ঋত্বিক-পুত্র ঋতবান ঘটকের সঙ্গে। গোকুল সরকার স্পষ্ট করেন—আজ আমরা ঋত্বিক ঘটকের যে চলচ্চিত্র ও ডকুমেন্টারি দেখতে পাই, তার পেছনে ঋতবান ঘটকের অসামান্য অবদান রয়েছে। চলচ্চিত্র সংরক্ষণের কাজে ঋতবান ঘটক বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পূর্ব জার্মানি ও ইতালি পর্যন্ত গিয়েছিলেন—স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

বক্তব্যে উঠে আসে ‘ছিন্নমূল’, ‘নাগরিক’, রাজশাহীতে রবীন্দ্রনাট্যচর্চা, ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট গঠন এবং পি. কে. নায়ারের সহায়তার কথা। দীর্ঘ অসুস্থতার মধ্যেও ঋতবানের নিরলস শ্রমের উল্লেখ শ্রোতাদের গভীরভাবে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর বক্তব্যের সমাপ্তি শ্রোতামণ্ডলীকে আবিষ্ট করে রাখে।

পরবর্তীতে অভিজিৎ বসু ও অভীক বসুর লোকসংগীতে ‘সুবর্ণরেখা’, ‘যুক্তিতক্ক গপ্পো’, ‘কোমল গান্ধার’ ও ‘মেঘে ঢাকা তারা’ যেন আবার সন্ধ্যার বাতাসে ভেসে ওঠে।

শীতের সন্ধ্যায় পাখিরা কুলায় ফেরার সময় পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তবু মনে হয়—এ কোনও শেষ নয়। দূরের মাঠে, কুয়াশার ভিতর, একাকী সময় হেঁটে যায়—

“এই পৃথিবীর পথে পথে আমি শুধু হেঁটে যাই,
স্মৃতি ঝরে না—তারার মতো জ্বলে থাকে অন্ধকারে।” জীবনানন্দ দাস

Only wings can take you to new heights .. ..

অম্বিকা হালদার
OT Nursing staff, **IILDS**

লিভার প্রতিস্থাপনের পর ফিজিওথেরাপির ভূমিকা

ড: পৌলম বন্দ্যোপাধ্যায়
Senior Physiotherapist, **IILDS**

লিভার প্রতিস্থাপন একটি গুরুতর অপারেশন। যেখানে রোগাক্রান্ত লিভারকে কোনও সুস্থ দাতার লিভার দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এটি যেকোনও লিভারের অসুখের একেবারে শেষ পর্যায়ে যেমন, ডিকমপেনসেটেড সিরোসিস বা ভাইরাস ঘটিত Acute liver failure বা লিভার ক্যানসারেরর একটি জীবনদায়ী চিকিৎসা।

এই অপারেশনের পরে সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপির ভূমিকা অপরীসীম। যেহেতু রোগীকে দীর্ঘক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় থাকতে হয়, তাই অপারেশনের পর অজ্ঞানজনিত ফুসফুসের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। যেমন - শ্বাসকষ্ট হওয়া, অক্সিজেনর ঘাটতি হওয়া,

নিউমোনিয়া, Lung collapse হয়ে যাওয়া। এখানে ফিজিওথেরাপি খুবই কার্যকরী। শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম, Diaphragmetic breathing বা পেটের শ্বাস এবং chest ফিজিওথেরাপি। এই সময় রোগী স্বাভাবিক হাঁটাচলা করতে পারেন না, Joint movement ও করতে পারেন না। এই সময় ফিজিওথেরাপিস্টের সাহায্য প্রয়োজন হয়। কারণ বড় অপারেশনের পর Early mobility অপারেশন পরবর্তী ঝুঁকি অনেক কমিয়ে দেয়। এবং রোগীকে তাড়াতাড়ি সুস্থ্যতার পথে নিয়ে যায়। সাধারণত অপারেশনের পরের দিন থেকেই রোগীকে হাঁটানোর চেষ্টা করা হয়। এ ছাড়াও।মাংস পেশী শক্তি বৃদ্ধির ব্যায়ামও করানো হয়। DVT বা Deep venus thrombosis যাতে না হয় তার জন্যও ব্যায়াম করানো হয়।

আইসিইউতে (অপারেশনের ৫-৬ দিন পর্যন্ত) ভেন্টিলেশনে থাকা অথবা ভেন্টিলেশন থেকে বের করার পরই রোগীর ফুসফুস থেকে সিক্রেশন ক্লিয়ারেন্স, লাং রিক্রুটমেন্ট এবং সাপোর্টেট কাফিং টেকনিক এবং বিছানা থেকে নেমে হাঁটানোর চেষ্টা করা হয়।

এর পর ওয়ার্ডে অথবা আইসোলেশন ইউনিটে ১৫ দিন পর্যন্ত সাধারণত রোগীর মাংস পেশীর (lower limb muscles) জোর বৃদ্ধির দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া কার্ডিয়াক ট্রেনিং যেমন হাঁটা, Bicycle ergometer ব্যবহারের সঙ্গে অ্যারোবিক এক্সারসাইজ (সপ্তাহে ১৫০ মিনিট) করানো হয়।

তবে পুরো ফিজিওথেরাপি সেশনে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন, রোগীর শারীরিক স্থিতিশীলতা, সেপসিস না হওয়ার দিকে নজর রাখা, ব্যথা কমান, ক্লান্ত হয়ে না পড়া ইত্যাদির ওপর খেয়াল রাখতে হবে। আইআইএলডিএস - এ ইতিমধ্যেই ৫ টি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করেছে, যার প্রত্যেকটিতেই রোগীর সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপির ভুমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ

দেবশ্রী বিষ্ণু
Assistant Professor, **JCMLRI**

প্রশ্নের আগুন

প্রসেনজিৎ সরদার
Housekeeping Executive, **JCMLRI**

সমাজের নারীরা আজও নিরাপদ নয় কেন ?
তিলোত্তমা দিদি হবে সেবার আলো--
তবু রাতের অন্ধকার তার স্বপ্ন ছিঁড়লো কেন?
এত মিছিল চলে, তবু বিচার আসেনা।
এত কণ্ঠ গর্জে, তবুও সাড়া মেলে না-
মা-বোনেরা আজও ভয় পায় নিঃসঙ্গ পথে,
রাতের ছায়া যেন আটকে রাখে ভয়ের সাথে।

যারা চেয়েছিল আলো হয়ে সবাইকে জাগাতে,
কেন আজ তাদের চলে যেতে হয় বিচারহীন জগতে ?
রাস্তাগুলো কি তবে পাপেরই কারাগার ?
মানুষের চোখে কেন নেমে আসে নীরবতার আঁধার?

কত প্রশ্ন ওঠে মনে, উত্তর মেলেনা।
বিচার যেন ভেসে যায় চোখের অশ্রুর স্রোতে।
আকাশও চিৎকার করে তবু শোনে না কেউ।
সমাজ কি ডুবিয়ে দিল নীরবতার ঢেউ?

সুকন্যা সাহা
OPD supervisor, **IILDS**

Straight from the heart

ময়ূখমালা পাল
Librarian, CINHS

Library is the heart of an institution"- ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের এই উক্তিটির সঙ্গে এক অদ্ভুত মিল পাওয়া যায় আমাদের চন্দ্রকান্ত ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সেসের (সিআইএনএইচএস) লাইব্রেরির। ২০২০ সালে হাতে গোনা কয়েকটি বই নিয়ে শুরু হওয়া এই লাইব্রেরির বইয়ের ভাণ্ডার বেড়েই চলেছে। ছাত্রীদের পঠনপাঠনের জন্য নানা রকমের বই এই লাইব্রেরির সংগ্রহে রয়েছে। ছাত্রী এবং শিক্ষিকারা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী বইগুলি প্রতিদিন ব্যবহার করেন। বর্তমান যুগে মোবাইলে ক্লিক করেই বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘেঁটে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। তবে তার মধ্যে কোনটা সত্য এবং আমাদের কাজের জন্য কোনগুলো প্রাসঙ্গিক - সেটি বেছে নেওয়ার আবশ্যকতা আছে বইকী! তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে আমাদের হাতের মুঠোয় এখন বিনোদনের হাজারো উৎস। স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়া আর ওটিটি প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে বই পড়ার অভ্যাস কিছুটা কমে গেছে ঠিকই, কিন্তু বইয়ের গুরুত্ব এখনও অনস্বীকার্য। সঠিক সার্চ ইঞ্জিন বা ডাটাবেস ব্যবহার না করলে ভুল তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। কিন্তু বইতে প্রয়োজনীয় এবং নির্ভুল তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কারণ একটি বই প্রকাশ করতে লেখক, সম্পাদক, প্রকাশনা সংস্থাকে অনেক ছাঁকনির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তাই ছাত্রীদের আমরা সব সময় উৎসাহ দিয়ে থাকি নেট ঘেঁটে তথ্য বের করার আগে লাইব্রেরির বইয়ের পাতাগুলি উল্টে পাল্টে দেখতে। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে করতে আমাদের মনোযোগের সময়সীমা বড্ড কমে গিয়েছে। কিন্তু একটি বই পড়ার সময় দীর্ঘক্ষণ মনস্থির করতে হয়, যা মস্তিষ্কের ফোকাস বা একাগ্রতা বাড়াতে সাহায্য করে। পাড়ার লাইব্রেরির সংখ্যাও দিন দিন কমে যাচ্ছে। একটা সময়ে পাড়ার মোড়ে চা - এর দোকানে যেমন ভিড় থাকতো, পাঠাগারেও সকাল থেকে সন্ধ্যা ভিড় দেখা যেত।

একই ছাদের নিচে বাচ্চা থেকে বয়স্ক - সকলেই পছন্দের বই নিয়ে পড়তেন। এখন সেই সব দিন আর নেই। দেখা যায় না কোনও চালু পাঠাগার। আর থাকলেও সেখানে যাওয়ার মত পাঠক নেই। বই ধুলোতে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের ছাত্রীদের আমরা উৎসাহ দি, তাদের প্রয়োজন না থাকলেও লাইব্রেরিতে এসে বইগুলি একটু নাড়া চাড়া করতে।

এবার লাইব্রেরির জানালা দিয়ে মন ভাল করা বাইরের মনোরম পরিবেশের কথা না বললেই নয়। সঠিক বই ছাড়াও গ্রন্থাগারের সৌন্দর্য ও বাহ্যিক পরিবেশ ভীষণভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। লাইব্রেরির জানালা থেকে সামনে ক্যাম্পাসের পুকুর, ফোয়ারা, গাছের ফুল কিংবা নিরিবিলি রাস্তার শেষ প্রান্তে দিন শেষে সূর্যের পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া - সব কিছুই কেমন মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি করে। পড়াশোনার পাশাপাশি এই সুন্দর ক্যাম্পাস যে কারও মন ভাল করে দিতে বাধ্য।

Purba Medinipur Joins 'Oxygen Security Circle' Initiative

The formal induction of Purba Medinipur into the Oxygen Security Circle (অক্সিজেন সুরক্ষা বলয়) marks a vital expansion of the Liver Foundation, West Bengal's (LFWB) mission to decentralize life-saving healthcare. Executed in strategic collaboration with the Consortium of Rural Health Care Providers' Welfare (CRHCPW), this initiative transforms the landscape of rural medicine by integrating trained informal practitioners into a structured emergency network. Since 2009, the LFWB has worked to professionalize these grassroots providers—often the first point of contact in underserved areas—shifting them away from "quackery" toward ethical, informed primary care. By empowering these local practitioners as custodians of oxygen resources, the program ensures that residents of Purba Medinipur now have immediate access to respiratory stabilization, bridging the critical gap between remote villages and distant hospital facilities.

Again, into the wilderness of knowledge

Ankita Chatterjee
Assistant Professor, JCMLRI

Ms Ayendrila Dutta, Prof Partha Pratim Majumdar, Mr Anik Chatterjee and Ms Tamosa Mondal

It is inspiring to see students at JCMLRI are kicking off 2026 by diving into the cutting edge of genomic science. From January 26–30, 2026, the Sun Pharma Science Foundation and GITAM University, Vizag, organised a 5-day workshop: "Understanding Complex Human Diseases: Epidemiological & Genomic Approaches and Methods."Three of our students - Mr Anik Chatterjee, Ms Tamosa Mondal, and Ms Ayendrila Dutta - attended a fully sponsored week-long workshop in Vishakapatnam. Highlights included - 1.
Expert Mentorship by Prof. Partha P. Majumder (JCMLRI & ISI, Kolkata), Dr Amita Majumder (ISI, Kolkata), Dr Ankita Chatterjee (JCMLRI, Kolkata), and Dr Souvik Mukherjee (BRIC-NIBMG, Kolkata). Throughout, the mentors taught workflows for GWAS, Next-Generation Sequencing (NGS), and Whole Genome Sequencing (WES). From the basics of probability to complex Logistic Regression and Microbiome analysis, the sessions bridged the gap between biology and big data analysis. The program wrapped up with a vital focus on Research Ethics and Integrity, ensuring the future of science remains as principled as it is powerful.

লোক স্বাস্থ্য উৎসব এবার বীরভূমে

প্রসেনজিৎ রায়
Coordinator, **Saradish Roy Smriti Swastha Bitan**

কনসর্টিয়াম ফর রুরাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার ওয়েলফেয়ার এর পরিচালনায় ও লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে বীরভূমের চিনপাই গ্রামের হাই স্কুল প্রাঙ্গনে ২৬ জানুয়ারি একদিনের লোকস্বাস্থ্য মেলার আয়োজন করা হয়েছিল।

মেলার আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রায় ১৬০ জন গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিসেবক উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যক্ষ ভাবে পরিষেবার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন প্রায় ৬৫০ জন। এদিন স্কুল মাঠ থেকেই মিছিল করে এই মেলার সূত্রপাত হয়। মিছিল সব গ্রাম ঘুরে আবার মেলা প্রাঙ্গনেই ফিরে আসে। এতে অংশ নিয়েছিলেন প্রায় ২৫০ জন মানুষ।

মেলায় উপস্থিত ছিলেন কনসর্টিয়াম ফর রুরাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার ওয়েলফেয়ারের সম্পাদক ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরী। লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক ডক্টর পার্থ সারথি মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার শৈবাল মজুমদার মহাশয়, ডাক্তার অনমিত্র বারিক সহ সকল কর্মীবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট হাসপাতালের সুপার ডাক্তার শোভন দে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রশাসনের অঞ্চল প্রধান ও প্রশাসনিক স্তরের আরও কর্মকর্তা। এলাকার মানুষের আবেগ, আগ্রহ ও উদ্দীপনা মেলার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রকৃত অর্থে সাহায্য করেছিল।

এই লোকস্বাস্থ্য মেলায় এদিন বিভিন্ন পরিষেবা নিখরচায় দেওয়া হয় -

উচ্চতা মাপা, রক্ত চাপ মাপা, রক্তে শর্করা পরীক্ষা, রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, ওজন মাপা, বি.এম.আই মাপা। এছাড়াও ম্যালেরিয়া, হেপাটাইটিস, নিপা ভাইরাস, ডায়াবেটিস সহ আরও বেশ কিছু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সকলকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

লোকস্বাস্থ্য মেলাকে আরও প্রাণবন্ত করার জন্য হাতে কলমে বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক সত্যতা প্রমাণ দেখিয়ে স্থানীয় সকলকে সচেতন করা হয়। উপস্থাপনা করেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বীরভূম শাখা। মেলার আয়োজক গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিসেবকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তাঁদের বিভিন্ন বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা শোনান।

ডাক্তার শৈবাল মজুমদার লোকস্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরে সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। ডাক্তার অভিজিৎ চৌধুরী মহাশয় বর্তমান গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিসেবকদের অপরিসীম ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় শিল্পীদের লোকসংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে এদিনের মেলার পরিসমাপ্তি ঘটে।

The newsletter team: Madhumita Datta, Dipesh Das, Bismoy Bhowmick